রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৫, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়,

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০-১১-৯৭ইং/৬-০৮-১৪০৪বাং।

এস, আর, ও, নং ২৭০ আইন/শ্রম/শা-৯/৩/৯৭।—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর Section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :-

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	ফৌজদারী মামলা	৩৪/৯৫
২।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪২/৯৫
৩।	ফৌজদারী মামলা	৩৩/৯৫
৪।	ফৌজদারী মামলা	১০/৯৫

মূল্য : টাকা ৬.০০

৫। ফৌজদারী মামলা	০৭/৯৭
৬। আই, আর, ও, মামলা	০১/৯৭
৭। আই, আর, ও, মামলা	৯৩/৯৬
৮। আই, আর, ও, মামলা	২৬৭/৯৫
৯। মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৩/৯৫
১০। আই, আর, ও, মামলা	৩১/৯৬
১১। আই, আর, ও, মামলা	৯৭/৯৬
১২। ফৌজদারী মামলা	৩১/৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন,
উপ-সচীব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং এভিনিউ, ঢাকা।
ফৌজদারী মামলা নং-৩৪/৯৫
শাহাপুর, কার্ড নং-২৯, পিতা-আবুল হোসেন

ঠিকানা :
প্রযত্নে-মোঃ আলী মেম্বার,
১৬/১, ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
রামপুরা, ঢাকা। ....দরখাস্তকারী।

বনাম.

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী : ৫৯১/সি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া (২য় তলা)
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব রাশেদ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী : ৫৯১/সি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া (২য় তলা),
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯। ....আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং (১৬) তারিখ ৪-৫-৯৭

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী শাহীনুর ও আসামী নং-(১) বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু) ও আসামী নং-(২) রাশেদ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদী পুর্বে পর পর ৫ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ। আদেশ হইল যে, বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী নং-(১) বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু) ও আসামী নং-(২) রাশেদকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরন করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত, টাইপকৃত এবং সংশোধিত।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪২/৯৫

আবুল মনসুর আহমদ
পিতা-মৃত-লাল মিয়া
গ্রাম-গাজীপুর, পোঃ-বিবির বাজার,
থানা-কোতওয়ালী, কুমিল্লা। ....দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন,
ইহার পক্ষে-চেয়ারম্যান,
পরিবহন ভবন, ২৯, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০। ....প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত :- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ :

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মতে নালিশী একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তে বর্ণিত বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, দরখাস্তকারী আবুল মনসুর আহম্মদ ইং ১-৩-৬৮ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ সংস্থায় মেকানিক 'সি-গ্রেড' হিসাবে কাজে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ সনে একই স্কেলে ষ্টোরকিপার হিসাবে তাহার পদ পরিবর্তন করা হয়। তাহার চাকুরীর বর্তিমান নিকুলুস। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২০০০/—টাকা এবং অন্যান্য ভাতাদিসহ সর্বমোট মজুরী ছিল ২৮০০/—টাকা। দরখাস্তকারী ইং ২৪-৪-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি

শ্রম আদালতে অভিযোগ মামলা নং-৮৯/৯১ দায়ের করেন যাহা পরবর্তীতে ইং ১১-১-৯৫ তারিখে খারিজ হইয়া যায়। প্রতিপক্ষের নিকট তিনি তাহার প্রাপ্য দাবী করিয়া ইং ৪-৮-৯৫ তারিখে রেজিষ্টী ডাকযোগে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উহা পরিশোধ করেন নাই। দরখাস্তকারীর পাওনা-

(১)	২২ বৎসর পূর্ণ চাকুরীর জন্য ৪৪ মাসের গ্রাচুইটি বাবদ-	৮৮,০০০ টাকা
(২)	ডিসেম্বর ১৯৯০ হইতে এপ্রিল ১৯৯১ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) মাসের বকেয়া মজুরী বাবদ-	১৪,০০০ টাকা
(৩)	৩০ দিনের অর্জিত ছুটির জন্য মজুরী বাবদ-	২,০০০ টাকা
(৪)	ষ্টোর সিকিউরিটির জন্য প্রাপ্য বাবদ-	৭৫০ টাকা
(৫)	প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ-	২৩,৭১৯·৩৮ টাকা
(৬)	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল লাভাংশ বাবদ-	১৬,৭৫৭ টাকা
		মোট-১,৪৫,২২৬·৩৮ টাকা

ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬০,৭১০ টাকা বাদে ৮৪,৫১৬·৩৮ টাকা এবং উহার ক্ষতিপূরণের দাবীতে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। বরখাস্তের পর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরবর্তীতে শারিরীক অসুস্থতার ও পারিবারিক ঝামেলা থাকার কারণে এবং বার বার তাগিদ দিলে প্রতিপক্ষ উহা পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া মৌখিক আশ্বাসের কারণে অত্র মোকদ্দমা দায়েরের বিলম্ব ঘটিয়াছে। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারী অনিচ্ছাকৃত কারণে বিলম্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ঃ ২ নং প্রতিপক্ষের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের যে, চেয়ারম্যান-এর পক্ষে ম্যানেজার প্রশাসন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন কর্তৃক দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দায়ের করার কোন আইনগত কারণ বা ভিত্তি নাই এবং তাহার এই মোকদ্দমা বর্তমান আকারে প্রকারে চলিতে পারে না ও তামাদিতে বারিত বিধায় ইহা খারিজ যোগ্য। দরখাস্তকারী সংস্থার নিয়মানুসারে বরখাস্তকৃত কর্মচারী কোন বেনিফিট পাইতে পারে না তাই অত্র দরখাস্তকারীর কোন আবেদন বিবেচনা করা হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে দরখাস্তকারী ইচ্ছা করিয়া বিলম্বে মোকদ্দমা দায়ের করায় তাহার মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলীর আওতায় অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় কিনা।

(২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে বিলম্ব জনিত ত্রুটি মার্জনা যোগ্য কিনা?

(৩) দরখাস্তকারী তাহার প্রত্যাশিত দাবীর অর্থ পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর-১,২,৩ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি পর্য্যালোচনার নিমিত্তে একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী আবুল মনসুর আহাম্মদ তাহার দাবীর সমর্থনে পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দর্শনী কাগজ পত্র যথাক্রমে, প্রদর্শণী-১ সিরিজ, ২ সিরিজ, ৩ ও ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষে হিসাবে কর্মকর্তা মোঃ কুতুবউদ্দিন প্রদর্শনী-ক মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে তৎকর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্মচারীদের চাকুরীর প্রবিধান নানার অবসর গ্রহন ও অন্যান্য সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী যাহা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত জুলাই ১৮, ১৯৯০ তে প্রকাশিত এর ফটো কপি, প্রদর্শনী-খ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

আলোচনার প্রারম্ভে ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মোঃ আমিনুল হক কর্তৃক এই মর্মে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয় যে, দরখাস্তকারী ষ্টোর কিপার হিসাবে পদধারী ছিলেন বিধায় তিনি ১৯৬১ সনের সড়ক পরিবহন শ্রমিক অধ্যাদেশের (১৯৬১ সনের ২ নং অধ্যাদেশের) ২ (১০) ধারায় বর্ণিত শ্রমিকের সংজ্ঞাযুক্ত নহেন বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক কর্তৃক উপরে বর্ণিত অধ্যাদেশের ১১(ক) ধারায় উদ্ধৃতিতে এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী-আদেশ) আইনের ২ (ডি) ধারা মোতাবেক এবং ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২ (২৮) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক। কাজেই, তৎকর্তৃক এই মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে আনয়ন বা সংরক্ষণে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই। ১৯৬৫ সনের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের (১৯৬৫ সনের ৭ নং আইন) বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী শ্রমিক বিধায় এবং ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের (১৯৩৬ সনের ৪ নং আইন) দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না। ইহা ব্যতিরেকে দরখাস্তকারী ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের আওতায় একজন শ্রমিক সংজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তি বিধায় উক্ত আইনের প্রাপ্য সকল সুবিধাদিসহ এবং অন্যান্য আইনের প্রাপ্ত সুবিধাদিও তিনি উপরে বর্ণিত মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক দাবী আকারে উত্থাপন করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না।

তবে প্রসংগত ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, দরখাস্তকারী যে ইং ১-৩-৬৮ তারিখে প্রতি পক্ষের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন বা তাহাকে ইং ২৪-৪-৯১ তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় বা উক্ত বরখাস্তের প্রেক্ষিতে তৎকর্তৃক অত্র আদালতে অভিযোগ ৮১/৯১ নম্বর

মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং অধিক্ষেত্র ভুলের কারণে উহা উপযুক্ত প্রথম শ্রম আদালতে দায়ের করা হয় যাহা অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর ২৫/৯২ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত মোকদ্দমা ইং ৫-১২-৯৪ তারিখে তাহার শারিরীক অসুস্থতার কারণে খোঁজ নিতে না পারায় ইং ১১-১-৯৫ তারিখ উহা খারিজ হইয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ তাহার পাওনা টাকা দিয়া দিবেন বলিয়া জানান। কিন্তু তাহারা না দিলে তিনি ইং ২৬-৭-৯৫ তারিখে এবং সর্বশেষ ইং ৪-৮-৯৫ তারিখের পত্র প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) মূলে প্রদর্শনী-২ এবং ২(ক) এর ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট তাহার যে পাওনা উত্থাপন করা হইয়াছিল এই প্রসংগে কোন সুস্পষ্ট বিবাদ নাই। কারন, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) এর ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর দাবী তামাদিতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে মর্মে প্রতিপক্ষ কর্তৃক কোন চিঠি দ্বারা দরখাস্তকারীকে অবহিত করা হয় নাই। ইহাতে ইহাই ধারনা করা যায় যে, দরখাস্তকারী তাহার পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানে বহুবার ধরনা দিয়াছেন এবং তাহাতে ফলোদয় না হওয়ায় তৎকর্তৃক লিখিত ভাবে, প্রদর্শনী-১ ও ১ (ক) মূলে তাহার প্রাপ্য দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করা হয় ইং ১৪-১০-৯৫ তারিখ অর্থাৎ তাহার সর্বশেষ পত্র, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) প্রেরণের তিন মাসের মধ্যে। কাজেই, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক মোকদ্দমাটি দায়েরের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনাযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

এক্ষণে, দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ও দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় একজন শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর প্রবিধান মালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩(১) ধারার অধীনস্থ শর্তানুসারে আলোচ্য পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হইলাম।

সুতরাং দেখা যাক যে দরখাস্তকারী তাহার দাবীকৃত দফার মধ্যে কোনগুলি তিনি প্রাপ্য-যোগ্য। ৫(১) দফা অনুসারে দরখাস্তকারী কর্তৃক ২২ বৎসর পূর্ন চাকুরীর জন্য ৪৪ মাসের গ্র্যাচুইটি বাবদ ৮৮,০০০/ টাকা দাবী করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি দরখাস্তকৃত শ্রমিক বিধায় ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(১) ধারার অধীনস্থ শর্তা-নুসারে প্রতি বৎসর চাকুরীর নিমিত্ত ১৪ দিন মজুরী হারে ক্ষতিপুরন প্রাপ্য হইবেন অর্থাৎ ৩০৮ দিনের মজুরী প্রাপ্ত হইবেন। দরখাস্তকারী কর্তৃক ৫(২) দফা অনুসারে ডিসেম্বর' ১৯৯০ হইতে এপ্রিল, ১৯৯১ পর্যন্ত ৫ মাসের বকেয়া মজুরী ১৪,০০০/ টাকা দাবী করা হইয়াছে। ইহার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহাদের লিখিত জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যে আইনানুসারে ও সংস্থার প্রবিধান মালা অনুসারে দরখাস্তকারীর কোন বেতন প্রতি-পক্ষের নিকট পাওনা নাই। প্রতিপক্ষগণের এই উক্তির প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতি পক্ষের নিকট তাহার দাবীকৃত সময়কালের মজুরী রেজিষ্ট্রার তলব করা হয় নাই।

অপরদিকে আরজির ২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্য মোতাবেক তিনি বরখাস্তের সময়কাল পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন এবং সর্বশেষ মাসিক মূল মজুরী ছিল ২,০০০/ টাকা এবং অন্যান্য ভাতাদিসহ সর্বমোট মজুরী ছিল ২৮,০০/ টাকা। যদিও প্রদর্শনী-১ ও ১(ক)তে বকেয়া ৫ মাসের বেতন দাবী করা হইয়াছে। এই রূপ পরিস্থিতিতে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক মজুরী পরিশোধ রেজিষ্টার তলব না করায় এবং তৎকর্তৃক বরখাস্তের সময় কাল অর্থাৎ ইং ২৪-৪-৯১ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীরত থাকার বিষয় স্বীকৃত হওয়ায় তিনি বেতনের বিপরীতে বরখাস্তের আগের দিন পর্যন্ত চাকুরীতে ছিলেন। কাজেই, তিনি ৫(২) দফায় কোন দাবী প্রাপ্ত হইবেন না। দরখাস্তকারী কর্তৃক ৫ (৩) দফা অনুসারে ৩০ দিনের অর্জিত ছুটির জন্য মজুরী ২,০০০/=টাকার দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সমর্থনে তৎকর্তৃক ছুটির কোন বিবরণী একদিকে যেমন দাখিল করা হয় নাই অপরদিকে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ছুটির রেজিষ্টার তলবও করা হয় নাই। দরখাস্তকারী যে ৩০ দিনের অর্জিত ছুটি প্রাপ্ত হইবে না ইহার সমর্থনে কোন কাগজাদি বা ছুটির রেজিষ্টার প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অত্র আদালতে উপস্থাপিত হয় নাই। কাজেই, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৫ (১০) ধারার বিধান অনুসারে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী বরখাস্তের আগ পর্যন্ত কোন ছুটি ভোগ করিয়া না থাকিলে তিনি ১৯৬৫ সনের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের বিধান অনুসারে ছুটি প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং দরখাস্তকারী ছুটির হিসাব নিকাশ সাপেক্ষে ছুটি পাইতে হকদার হইবেন মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রদর্শনী-৩ মোতাবেক দরখাস্তকারী কর্তৃক তাহার দাবীর ৫ (৪) দফায় ষ্টোর সিকিউরীটির জন্য ৭৫০/=টাকা প্রতিপক্ষ হইতে ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ দরখাস্তকারী কর্তৃক ৫ (৫) দফায় ২৩,৭১৯·৩৮ টাকা দাবী করা হইয়াছে। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২ (৬) ধারার বিধানের আলোকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ মালিক কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা উক্ত আইনের বিধান মতে দরখাস্তকারী কর্তৃক দাবী যোগ্য না হইলেও চাঁদার যে অংশ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহা মজুরী গণ্যে তৎবরাবরে পরিশোধ যোগ্য বিধায় তিনি তৎমোতাবেক হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। দরখাস্তকারী কর্তৃক আরজির ৫ (৬) দফায় শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশের ১৬,৭৫৭/=টাকা দাবী অত্র মোকদ্দমায় দাবীযোগ্য নহে বিধায় তাহার এই দাবী অগ্রাহ্য করা হইল।

পরিশেষে ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, উপরোক্ত মতে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে হিসাব-নিকাশ অন্তে যে অর্থ প্রাপ্য হইবেন উহা হইতে প্রদর্শনী-১ মোতাবেক ৬০,৭১০/ টাকা সমন্বয় যোগ্য হইবেক। এমতাবস্থায় এইরূপ,।

আদেশ

হইল যে- অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে আংশিক মঞ্জুর হইল। দরখাস্তকারী ২২ বৎসর পুন চাকুরীর নিমিত্তে ৩০৮ দিনের মজুরী প্রাপ্ত হইবেন। দরখাস্তকারীর ডিসেম্বর' ১৯৯০ হইতে এপ্রিল, ১৯৯১ পর্যন্ত ৫ মাসের বকেয়া মজুরীর দাবী ও শ্রমিক কল্যাণ

তহবিলের লভ্যাংশ ১৬,৭৫৭ টাকার দাবী অত্র আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যিত হইল। দরখাস্তকারীর ৩০ দিনের অর্জিত ছুটির পাওনা বাবদ ২,০০০/ টাকার দাবী ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ দরখাস্তকারীর দেয় অংশের দাবী হিসাব মতে পাওনা যোগ্য থাকিবেন। দরখাস্তকারী ইহা ব্যতিরেকে চৌর সিকিউরিটির জন্য ৭৫০ টাকার দাবী প্রতিপক্ষ হইতে ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছে বা থাকিবেন। দরখাস্তকারীর প্রাপ্ত অর্থ হইতে প্রদর্শনী-১ মোতাবেক ৬০,৭১০ টাকা জরিমানার অর্থ সমন্বয় যোগ্য হইবেক। অত্র আদেশের আলোকে দরখাস্তকারীকে তাহার প্রাপ্য অর্থ অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায় তিনি আইনানুগ উপায়ে উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুল রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৩৩/৯৫

রিতা, পিতা ইসমাইল উদ্দীন,
কার্ড নং-৩৬, ঠিকানা :
প্রযত্নে মোঃ আলী মেম্বার,
ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
বাসা-১৬/১, রামপুরা, ঢাকা।

........................দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ
ফ্যাক্টরী: ৫৯১/সি খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া (২য় তলা)
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব বাশের, প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী : ৫৯১/সি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া
(২য় তলা), থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

........................প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৬ তারিখ-৪-৫-৯১ ইং

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী হাজির ও আসামী নং-(১) বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু) ও (২) বাদের অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদী গত পর পর ৫ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে-বাদী অনুপস্থিতির কারনে আসামী নং-(১) বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু) ও (২) বাদের কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং=১০/৯৫

অহিদুজ্জামান মিয়া,
পিতা-আবদুল বারী মিয়া,
সাং-৪৮-বি, মানিকনগর,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা। বাদী

বনাম

(১) শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম,
সম্পাদক, দৈনিক লাল সবুজ,
৩/৩,ডি পুরানা পল্টন,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) শেলিনা ইসলাম শেখ,
প্রকাশক, দৈনিক লাল সবুজ
৩/৩ ডি, পুরানা পল্টন,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ অভিযুক্ত

আদেশের কপি

মামলাটি চার্জ ও ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী উপস্থিত। আসামী নং-(১) শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও (২) শেলিনা ইসলাম শেখ অনুপস্থিত। তাহাদের বিজ্ঞ-আইনজীবী গনের সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন এবং বাদী উহার কপি আপত্তি সহকারে গ্রহন করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগনের বক্তব্য শুনিলাম এবং নথি পর্যালোচনা করা হইল। আসামী নং-(১) শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও (২) শেলিনা ইসলাম শেখ জামিনে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। পূর্বের তারিখ আসামী নং-(১) শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেনএবং আসামী নং-(২) শেলিনা ইসলাম শেখ অনুপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত অবস্থায় অনুপস্থিত আসামীগণের পক্ষে বিজ্ঞ-আইনজীবীর সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইল এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯(খ) (২) ধারার বিধান মোতাবেক মামলাটি চার্জ গঠন ও ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার দাখিলী দরখাস্ত প্রসংগে শুনানী গ্রহন করা হইল। নথিতে রক্ষিত দরখাস্ত ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করা গেল।

নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হইতেছে যে, বাদী অহিদুজ্জামান মিয়া কর্তৃক ১৯-৩-৯৫ ইং তারিখে অত্রাদালতে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার একটি দরখাস্ত দাখিলী করা হইয়াছে। দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক তাহাকে আসামীন নং-(২) কর্তৃক ১৯-১০-৯৩ ইং তারিখ টারমিনেট করা হয় কিন্তু তাহাকে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(২) ধারার বিধান মোতাবেক তাহার প্রাপ্য ১২০ দিনের নোটিশ পে, টাকা ৯,৩০০/=, ২ মাসের ক্ষতিপুরন বাবদ টাকা-৪,৬৫০/-,৩০ দিনের অর্জিত ছুটি বাবদ টাকা ৪,৩২২/-টাকা, ৪টি ঈদ বোনাস বাবদ ৪ মাসের মুল বেতন টাকা ৯,৩০০/=,১-২-৯২ ইং হইতে কম বেতন দেওয়ায় ২০ মাস ১৯ দিনের বেতন বাবদ টাকা ৪১,৩৩১/ ২ বৎসর চাকুরীর জন্য ১ মাসের গ্র্যাচুইটি বাবদ টাকা-৪,৬৫০/ একুনে ৭৩,৫৫৩/ টাকা এবং ২৫% ক্ষতিপুরন ও অন্যান্য পাওনাদি না দেওয়ায় আসামীগনকে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তি প্রদানের আবেদন করা হইয়াছে।

অপরদিকে আসামীগনের পক্ষে দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আসামীগনের বিজ্ঞ - আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উত্থাপন করা হয় যে, আসামীগনের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় কোন অভিযোগ গঠিত হইতে পারে না কারন বাদীর দাবীকৃত ৭৩,৫৫৩/ টাকা যুক্তি সংগত ভ্রান্তি ও বিরোধ ছিল যাহা শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের আপীল নম্বর ৫/৯৬ এর রায়ে প্রামানিত হইয়াছে। কাজেই ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ (২) (ক) ধারার বিধান মতে অত্র মামলা চলিতে পারে না এবং চার্জ গঠন হইতে পারে না। আসামীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্য বোধ্য।

বিচার্য বিষয়

অদ্য অনুপস্থিত আসামীগনের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ গঠিত হইতে পারে কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বাদী যে আসামীগনের অধীনে সহ সম্পাদক পদে ১-২-৯২ তারিখে কার্যে যোগদান করেন এবং ১৯-১০-৯৩ তারিখে টারমিনেট হন এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। আপীল নং-৫/৯৬ এর রায় হইতে দেখা যায় যে, বাদী অহিদুজ্জামান মিয়া কর্তৃক অত্র ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে ৭৩,৫৫৩/-টাকা একই প্রাপ্যতার দাবীতে ঢাকাস্থ তৃতীয় শ্রম আদালতে পি, ডব্লিউ- কেস নং- ১৯০/৯৪ দায়ের করা হয়। বাদী কর্তৃক উক্ত পি, ডব্লিউ - মোকদ্দমা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই প্রাইমাফেসি (Primafacie) প্রমান করে যে বাদীর প্রত্যাশিত প্রাপ্য অংকের পরিশোধ প্রসংগে বিলম্বের কারন থাকায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (২) ধারায় নির্দেশ প্রার্থনা করা হইয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষে ইং ২৯-৯-৯৬ তারিখে আপীলে প্রচারিত রায় মোতাবেক বাদীর প্রত্যাশিত অংক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেহেতু অত্র ফৌজদারী ১০/৯৫ নম্বর মোকদ্দমা দায়েরের বহু পূর্বেই বাদী কর্তৃক একই প্রাপ্যতার প্রত্যাশায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (২) ধারার ১৯০/৯৪ নম্বর মামলা দায়ের করা হয় কাজেই, তাহার পাওনা সম্পর্কীয় বিলম্বের বা মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উপরে বর্ণিত একই আইনের ২১ (২) (ক), (১) ও (২) ধারার বিধানাবলী মোতাবেক গ্রহনযোগ্য নহে। সুতরাং এইমর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধ্য হইতেছি যে, অনুপস্থিত আসামীগনকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাহার অব্যাহতি প্রাপ্য যোগ্য। একনে এইরূপ,

আদেশ হইল যে-অনুপস্থিত আসামী নং-(১) শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও (২) শেলিনা ইসলাম শেখকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ (এ) ধারার আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহারা তাহাদের জামিনের দায় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

ফৌজদারীর মামলা নং-৭/৯৭

মোঃ সাজ্জাদুল করিম,
সাব এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার,
৭৯ নং গুলশান প্রজেক্ট,
ইষ্টার্ণ হাউজিং লিঃ,
বাসা :—
"কাসীখান"
৯/১ কল্যাণপুর, মীরপুর,
ঢাকা-১২০৭

.... অভিযোগকারী।

বনাম

মঞ্জুরুল ইসলাম,
চেয়ারম্যান,
ইষ্টার্ণ হাউজিং লিঃ,
ইসলাম চেম্বার,
১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ,
থানা- মতিঝিল, ঢাকা

.... আসামী ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৫, তারিখ—৭-৫-৯৭

মামলাটি আসামীর উপস্থিতি ও আদেশের জন্য ধার্য আছে । বাদী মোঃ সাজ্জাদুল করিম ও আসামী মঞ্জুরুল ইসলাম অনুপস্থিত। বাদীর দাখিলী মামলাটি খারিজের দরখাস্ত ও সমন জারীর প্রতিবেদন দেখিলাম । বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ হইল যে- বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী মঞ্জুরুল ইসলামকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল ।

অত্র আদেশের ৩ কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক ।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও, কেস নং-০১/৯৭

মোঃ বাদশা মিয়া,
৮ বি, বি, এভিনিউ (৩য় তলা),
ঢাকা-১০০০।

——প্রথম পক্ষ।

বনাম

স্বত্বাধিকারী,
ওসিন খাবার ঘর,
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

—— দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ, নং-৫ তারিখ—১৯-৫-৯৭

প্রথম পক্ষ মোঃ বাদশা মিয়া কর্তৃক ইং ১৫-৫-৯৭ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯৩/৯৬

মোঃ আতাউর রহমান,
প্রযত্নে আব্দুল কাদের,
মোহাম্মদীয়া গ্রীন রি-রোলিং মিলস
পলাকাটা পুলের পাশের চা দোকান
পোঃ শারুলীয়া বাজার, ডেমড়া, ঢাকা।

....প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। কে, এম, ষ্টীল এণ্ড রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
পক্ষে-উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১০২ ইংলিশ রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কে, এম, ষ্টীল এণ্ড রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা।

৩। ম্যানেজার,
কে, এম' ষ্টীল এণ্ড রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা।

............................দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ ১৯-৫-৯৭

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী মোঃ আতাউর রহমানের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজ-পত্র প্রদর্শনী ১, ২, ৩ ও ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম।

প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় বকেয়া মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতিপ্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি আদেশ প্রদানের আবেদনে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ১৯৯৫ সনে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট মাসিক মজুরী ২০৭০/-- টাকাতে টংসম্যান হিসাবে কাজে যোগদান করেন। তাহার চাকুরী জীবন নিষ্কলুষ। তিনি ইং ২২-৬-৯৬ তারিখে অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়া বাড়ীতে যান। অতঃপর ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ইং ৬-৯-৯৬ তারিখের ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ কাজে যোগদানের জন্য তিনি কারখানায় আসিলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কোন কাজ না দিয়া মিল হইতে বাহির করিয়া দেন। তিনি কাজ ও বকেয়া মজুরীর জন্য প্রায়ই দ্বিতীয় পক্ষের অফিসে হাজির হইতেন। কিন্তু তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ কাজ না দেওয়ায় তিনি ইং ১৪-৯-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে রেজিষ্টী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট, ডিসমিস, ডিসচার্জ করা হয় নাই বিধায় তিনি এখনও দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত গন্যযোগ্য এবং বকেয়া মজুরী পাওয়ার অধিকারী।

বিচার্য বিষয়:

প্রথম পক্ষ তাহার আবেদন মোতাবেক বকেয়া মজুরীসহ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের অনুমতির নির্দেশ পাওয়ার যোগ্য কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

দ্বিতীয় পক্ষকে যথাযথভাবে নোটিশ জারী করা সত্বেও তাহারা অত্র মোকদ্দমায় হাজির না হইয়া অনুপস্থিত রহিয়াছেন। ফলে মোকদ্দমাটি একতরফা আদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। প্রথম পক্ষ পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-১, প্রদর্শনী-২ সিরিজ, প্রদর্শনী-৩ ও প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ম্যানেজার কর্তৃক প্রথম পক্ষকে তাহাদের অধীনে একজন নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-২ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ইং ১-৭-৯৬ তারিখ হইতে জন্ডিস ও অন্যান্য রোগে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইং ৬-৯-৯৬ তারিখে কাজে যোগদানের নিমিত্ত ফিটনেস যোগ্য হন। প্রদর্শনী-৩ ও ৪ হইতে দেখা যায় যে, ইং ১৪-৯-৯৬ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র দেওয়া হয়। পি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার দরখাস্তের বক্তব্যকে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দেন যে তাহাকে ডিসমিস, ডিসচার্জ বা টারমিনেট করা হয় নাই। উপরে বর্ণিত কাগজাদি ও সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে যথাযথভাবে তাহার পদ হইতে টারমিনেট, ডিসমিস, বা ডিসচার্জ না করায় তিনি এখনও উক্ত পদে পদাসিন আছেন মর্মে গন্যযোগ্য। তবে স্বীকৃত মতে ইং ২২-৬-৯৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান পাইতেছে না।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষকে ৫০% ভাগ বকেয়া মজুরীসহ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইলে উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। বিজ্ঞ-আদালতের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ আদেশ হইল যে- অত্র মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীতে ২০০/-টাকা খরচাসহ আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ৫০% ভাগ বকেয়া মজুরীসহ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের অনুমতি দিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
১৯-৫-৯৭

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-২৬৭/৯৫

মোঃ জমশেদ হোসেন (জমশেদ)
প্রযত্নে- আনোয়ার ষ্টোর,
পাগলা পূর্ব পাড়া ইসলামিয়া বাজার,
পোঃ- কুতুবপুর, থানা- ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

..............প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৬৯, দিলকুশা বা/এ, (২য় তলা),
ঢাকা--১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৬৯, দিলকুশা বাঃ/এ, (২য় তলা),
মতিঝিল, ঢাকা--১০০০।

(৩) পরিচালক,
বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
নন্দলালপুর, পোঃ- কুতুবপুর, পাগলা,
থানা- ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

......................দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৭ তারিখ ১৯-৫-৯৭

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী আনসেদ হোসেনের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তাহার দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শনী ১ ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম।

প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক বকেয়া মজুরী সহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদনে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ১৯৭০ সনে কালারম্যান হিসাবে কাজে যোগদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ১৫৫০ (এক হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা। তাহার চাকুরী জীবন নিষ্কলুষ।

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে ২৬-১০-৯৫ইং হইতে বে-আইনীভাবে কাজ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। তিনি ঐ দিনের পর প্রায় প্রতিদিন দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে যান। কিন্তু তাহাকে কাজ না দেওয়ায় তিনি ২৩-১১-৯৫ইং তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অনুযোগ পত্রের কোন জবাব দেন নাই বা তাহাকে কাজে যোগদানের কোন অনুমতি দেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে তাহার স্থায়ী চাকুরী হইতে টার্মিনেট, ডিসমিস, ছাটাই, লে-অফ বা সাসপেণ্ড কোন কিছুই করেন নাই। কাজেই, তিনি অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিচার্য বিষয়:

প্রথম পক্ষ তাহার আবেদন মোতাবেক বকেয়া মজুরী সহ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের অনুমতির নির্দেশ পাওয়ার যোগ্য কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষী দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী-১ ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-১ ও রেজিষ্টি ডাক রশিদ প্রদর্শনী-২ গিবিজ হইতে দেখা যায় যে, কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া তৎকর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে রেজিষ্টি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত অনুযোগ পত্রের বিপরীতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের প্রতি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তাহাকে চাকুরী হইতে যথাযথভাবে টারমিনেট, ডিসমিস, ডিসচার্জ করা হয় নাই। তাহাকে ২৬-১০-৯৫ইং তারিখ হইতে তাহার কাজ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ তাহার পূর্বতন পদে এখনও চাকুরীতে কর্মরত রহিয়াছেন মর্মে গণ্যযোগ্য এবং ৫০% ভাগ বকেয়া মজুরী সহ তাহার পূর্বতন পদে যোগদানের অনুমতি দিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইলে উভয় পক্ষের প্রতি সু-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ হইল যে- অত্র মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীতে ২০০/—টাকা খরচাসহ আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ৫০% ভাগ বকেয়া মজুরীসহ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের অনুমতি দিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং- ৪৩/৯৫

আব্দুল হাদি, পিতা- মৃত মীর মাজেদ মিয়া,
গ্রাম ও ডাকঘর:- সাউরিয়া,
থানা- সন্দ্বীপ, জেলা- চট্টগ্রাম।

.........দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে-- ইহার চেয়ারম্যান,
৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।

(২) উপ মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর)
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
৮৫, সিরাজ-উদ-দৌলা রোড,
নারায়ণগঞ্জ। ....প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং- ১৬ তারিখ- ২৫-৫-৯৭

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মামলাটি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। শুনানী গ্রহণের প্রারম্ভে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ- আইনজীবীগণ কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের চূড়ান্ত আনুতোষিক নির্ধারণ না করায় অত্র মোকদ্দমাটি (Premature) দায়ের হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাব হইতেও দেখা যাইতেছে যে, চূড়ান্ত আনুতোষিক নির্ধারণের জন্য দরখাস্তকারীকে সার্ভিস বুক ও পে-বুক কর্পোরেশনে দাখিলের জন্য রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল কাগজাদি জমা দেওয়া হইলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত আনুতোষিক নির্ধারণ করা হইবে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরজি সংশোধনেরও একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এমতাবস্থায়, আমিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের চূড়ান্ত আনুতোষিক নির্ধারণের অভাবে মোকদ্দমাটি Premature। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে-উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে মোকদ্দমাটি Premature মর্মে নিষ্পত্তি হইল। প্রথম পক্ষকে তাহার দাখিলী কাগজাদি ফেরত দেওয়া হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

OFFICE OF THE CHAIRMAN SECOND LABOUR COURT
SRAMA BHAVAN. 6TH FLOOR, 41, D.I.T AVENUE, DHAKA.

I. R. O CASE NO. 31/96

Md. Mizanur Rahman
Godown Keeper
Rupali Bank Limited
Local Office.

Address/ House No. 21, Road No. 8
Block-H, Section-2
Mirpur, Dhaka.

............First—party.

Versus

1. The Managing Director
Rupali Bank Limited
Head Office
Dilkusha Commercial Area
Dhaka.

2. The Dequty General Manager
Rupali Bank Limited
Local Office,
34, Dilkusha C/A
Dhaka-1000.

.... Second party.

Present ; Md. Abdur Razzaque, (District & Sessions Judge) Chairman.
Janab Roshid Ahmad, Member.
Janab Wajadul Islam khan, Member.
Dated 27-05-97.

JUDGEMENT

This is an application at the instance of first party Md. Mizanur Rahman Under Section 34 of the Industrial Relations Ordinnance, 1969.

The case of the first party, in short, is that, he has been serving under the second parties since 21-6-88 as a Godown Keeper and as a Permanent worker. He has been drawing TK. 2895.00 Per month as wages and TK. 16·00 per day as Lunch Allowance. His monthly wages and allowance are being deposited by the Bank in Karmachari Account No. 11431. His past service record is satisfactory. He is directly under the control of the second party No. 2 who is paying him his salary, bonus, increments and other facilities. He also grants leave to him and he is responsible for all his works to the second party No. 2. Inspite of these the second party is not providing him the provident fund facility like other employee and his case is not being considered for promotion and as such, he has been constrained to file this case.

On the other hand the second party contested the case on the basis of filling a written statement where in it has been alleged the under section 34 of the Industrial Relation Ordinance. 1969 as the first party is not a worker being a security guard and that this application is not maintainable as per provisions of law as he is no more in the service under the second party on his being terminated on 1-8-96 and that the application is liable to be rejected for not disclossing the cause of action and the first party has no Locus-standi to file the instant I. R. O case.

Specific case, of the second party is that the first party was appointed purely on temporary basis on 20-6-88 as work charged Godown Keeper of the borrower's M/s Joy Industries Ltd's godown on account of the borrower for keeping watch on the goods of the borrower pledged to the Bank. He was an

employee of the borrower for all purpose and had always been paid debiting the borrower's account Afterclolsure of the accounts of Tajmahal Road, Mohammadpur. Dhaka the first party was terminated from service effective from 1-8-96 and his salary was always paid from the account of the borrowers. He has never been an employee of the rank and his employment automatically stand terminated with the closure of the borrower's account. He was althrough a work charged employee under the pay roll of the borrower against temporary Project as per loan agreement of the borrowers and Casual Leave, Leave for illness etc are being given to the first party on account of borrowers. There is no questions as per law that the first party became permanent after lapse of the three months and as such he is not legally entitle to the benefits of a permanent worker and that he never sent any representation for giving him the benefits of permanent worker. Under the circumstances the first party is not entiled to get any relief in this case.

POINTS FOR DETERMINATION.

1 Whether the case is maintainable under section 34 of the I. R. O, 1969 or not ?

2. Whether the case discloses any cause of action or not ?

3. Whether the first party is entitle to get the provident fund facilities and consideration for promotion as prayed for ?

4. To what other relief if any is the first party entitled?

FINDINGS AND DECISION

Point Number's 1, 2 ,3 & 4, 1

All these points are taken up together for the sake of brevity and convenience of discussion. At the very out set of discussion, it needs to be mentioned here that the first party has examined him as P.W. 1 in support of the case and the his appointment letter filed by him has been marked exts. 1.

On the other hand on behalf of the 2nd party Md .Usman Goni, senior officer of the bank has adduced his evidence as D.W. 1 and application of the first party for his job produced by the 2nd party is exhibited as ka. While the copy of the first party's appointment letter is marked as ext. kha and his joining report as exts. Ga and the first party's termination letter dated on 1-8-96 as ext. Gha.

In the context of the appointment letter as well as the recital of the writtent statement it appears that the first party was appointed as Godown keeper and not as a Godown guard. Therefore, the first party is not within the mischief of the defination of worker as contained in section 2 (XXVIII), (a) of the Industrial, Relations Ordinance, 1969.

Secondly, it has been alleged that by, exts. N Gha the service of the first party has been terminated and as such the his case is not maintaiable under the Industrial Relations Ordinance, 1969-In this context, it need to be mentioned here that we do not find any Sera of paper filed from the 2nd party

showing that the exte Cha was ever served upon the first party and the later. was paid any termination benefit or the statement of wages bill was deposited in the first party's account in the Bank.

On the other hand D. W. 1 has given his testemony stating that the first party is again working in the borrower's Godown after his terminatoin inview of taking loan afresh by the same borrower. This testemony of the D. W. 1 does not support discontinity of the first party's service as Godown Keeper as no fiesh appointment letter appears to have been issued by the second party infavour of the first party. Therefore, is such circumstance I am lead to say that the 2nd party having failed to prove the alleged termination effective the case as filed by the first party is quiet maintainable in as much as the first party is very much within the difination of worker as defined under section 2 (XXVIII) of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

Now, what it appears that the D.W. 1 has stated in his cross-examination to the effect that the first party works under the direction of the bank. In his testemony D.W. 1 has further stated that the is unable to produce any paper showing that the bank ever sought for any permission in granting leave to the first party from the borrower. The testemony in cross-examinaotion of the D.W. 1 further reveals that the bank has its own Godown keeper-whose claims are met from bank's own budget and there are provision for the provident fund and other facilities are there for them and for filling up the vacant post of the Godown keeper, notice for appointment are usually given and preference are given to the temporary Godown keeper of the bank. He has further stated that in section 4 of the Employment of Labour (S.O) Act, 1965 there is no provision for work charged basis.

Having reguard to testemony of D.w. 1 & P.W. 1 and other record we lead to say that the first party is serving continuously under the 2nd party admittely with effect from 21.6.88 and his wages is being paid by the second party. Beside the first party is not a party to the loan agreement if there be any between the 2nd party and borrower's. In such circumstance I am to say further that the first party is permanent worker under the 2nd party and he is entitled to get the facilities like the permanent worker for which he prayed as recited in para-5 of the application which discloses cause of action in filing this case. But the matter of promotion filling up or the vacant post of Bank's own Godown keeper and provident fund fecilities are the matter of rule and agreement between the worker and employer i,e the bank of in absence of any such rule and agreement we can not direct the bank to provide the first party with promotion & provident fund facilities as claimed. Ld. Hember have been consulted and they have passed same opinion. In the result, it is hereby.

ORDERED

that the case be allowed in part on contest against the 2nd party, however, without any order as to cost.

The second party is derected to provide the first party with the facilitie like permanent worker.

Let 3 copies of the Judgement order be forwarded to the government.

Md. Abdur Razzaque
Chairman
2nd Labour Court.
Dhaka.

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯৭/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা পুস্তক বাধাই শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং- ঢাকা-৩১১১),
৬৮/২, পুরানা পল্টন, মতিঝিল, ঢাকা

দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ- ২৮-৫-৯৭

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাপ উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী মোঃ জিয়াউল হক খানের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। নথি দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) ধারার বিধান মোতাবেক কোন তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় নাই। কাজেই, উক্ত আইনের ১০(২) ধারা মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা আইন সম্মত নহে মর্মে প্রতীয়মান হইতেছে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি একতরফা শুনানীতে না মঞ্জুর করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৩১/৯৫
কামরুজ্জামান তালুকদার,
কার্ড নং-৮০৬,
পিতা-মৃত আব্দুল আজীজ তালুকদার,
১৮৪, শান্তিবাগ, ঢাকা। ....দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব কুতুব উদ্দিন আহাম্মদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপ্রীম এ্যাপারেলস লিঃ
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭,
থানা-মতিঝিল। ....আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২০ তারিখ-২৮-৫-৯৭

বাদী ও আসামী অনুপস্থিত। আসামীর প্রতি সমন জারীর প্রতিবেদন দেখিলাম। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাপ উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। বাদী কর্তৃক ৯-৪-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে- মামলাটি বাদীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে আসামী কুতুবউদ্দিন আহাম্মদকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
২৮-৫-৯৭

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।